গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ফুটবল মাঠে নব নির্মিত শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মিত হচ্ছে। যা আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে প্রথম। এর আগে কোন সরকার খেলাধুলার প্রতি এত আন্তরিক ছিলেন না বলেই এমন উদ্যোগ নেইনি। বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার দেশব্যাপী উন্নয়নের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম উন্নয়ন। তিনি আরও বলেন, দেশে উন্নয়ন টিকিয়ে রাখতে হলে নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার কোন বিকল্প নেই। রাতে একটু শান্তিতে ঘুমাতে চাইলে এবং গোয়ালের গরু রাখতে হলে আবারও শেখ হাসিনার নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে।

তিনি বলেন,দেশের উন্নয়ন চাইনা যারা তারাই আজ মাঠে নেমে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। ওইসব নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বিএনপি জামাতের কাউকে ছাড় দেয়া হবেনা। আমরা আওয়ামীলীগের কর্মী হিসেবে সকল প্রতিহিংসা,ষড়যন্ত্র মোকাবেলা কেও আবারও নৌকার বিজয় ছিনিয়ে নেব।

সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মূর্শেদ অতুলের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কাজিপুর ইউয়িন পরিষদ চেয়ারম্যান আলম হুসাইন,কাথুালী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা। গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলামের সঞ্চালিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন-এমপি পত্নী লাইলা আরজুমান শিলা,আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান মাস্টার ও মনিজ্জামাান আতু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সাহারবাটি ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা আতাউর রহমান টোকন,

জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল, গ্রামের প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় তামজিদুর রহমান মুক্তি,গাংনী উপজেলার ভিভিন্ন এলাকার আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

গাংনী সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাথর, বালু ও রডের মান নিম্ন। তাছাড়াও পাথর বালুর মিশ্রণ সঠিক নয়। এ সব অনিয়মের কারণে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেও ছায়াশক্তির বলে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তবে সঠিকভাবে ও সমঝোতার মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন।

জানাগেছে, সারা দেশের ন্যায় স্থানীয় যুবসমাজকে খেলামুখি করতে ও জনগনের দাবীর মুখে সরকার সাহারবাটি ফুলবল মাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের(২য় পর্যায়) আওতায় মোট পাঁচ কোটি ৫২ লাখ ২২ হাজার ৯৯৯ টাকা ব্যায়ে এ নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসএস অ্যান্ড এমটি জয়েন্ট ভেন্সার (জেভি) । যা বাস্তবায়নে রয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। আর এর স্থানীয়ভাবে দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন উপজেলা প্রশাসন। কাজ শুরুর প্রথম থেকেই নিম্নমানের রড পাথর ও বালু ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে।

বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শনে যান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি কাজে অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের প্রমাণ পান। এসময় তিনি কাজ বন্ধ রাখাসহ নিম্নমানের সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন।

কয়েকদিন পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আবারো কাজ শুরু করেন ওই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে। সাদা পাথরের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কালো পাথর যা অত্যন্ত নিম্নমানের। এছাড়াও যে সমস্ত সাদা পাথর স্তুপ রাখা হয়েছে তা ব্যবহারে অযোগ্য। ২.৫ এফএম বালু ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও লোকাল বালু ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সাথে মিশ্রণটি সঠিক পরিমাপের নয়। স্থানীয় লোকজন একাধিকবার অভিযোগ করলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কোন কর্ণপাত করছেন না।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, লোকাল বালুর সাথে সিমেন্ট ও পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। ফান্না ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাশের তৈরী ঝুড়ি ব্যবহার করায় পাথর বালু ও সিমেন্টের পরিমাপ আনুপাতিকহারে সঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া রডের ব্যবহার হচ্ছে নিম্ন মানের। এর পরিমাপও সঠিক নয়। বালু ওয়াশ করার করা থাকলেও তা করা হচ্ছে না। ধুলা মিশ্রিত বালু ব্যবহার হচ্ছে।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কয়েকজন জানান, কাজ শুরুর প্রথম দিকে যে রড বালু ও পাথর আনা হয়েছিল তা নিম্নমানের হওয়ায় এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নির্মাণকাজ দেখতে আসেন এবং অনিয়মের কথা বলে মালামাল সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। এর মধ্যে ওই পাথর বাদ দিয়ে কালোপাথর দিয়ে কাজ শুরু করতে বলায় নতুন করে কালো পাথর আনা হয়েছে কিন্তু কালো পাথর ব্যবহারের নির্দেশনা নেই। তবে ব্যবহারের অযোগ্য মৃত পাথরগুলো সরানো হয়নি। তাছাড়াও যে রডের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তা এমপি সাহের অনুমতি নিয়ে বিশেষভাবে কাজ চলছে। পরবর্তীতে নতুন করে রড আনা হবে।
শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাদ্দাম হোসেন বালু ওয়াশ করা হয়েছে বলে দাবী করে জানান, নিয়মানুযায়ি কাজ করা হচ্ছে তবে নিম্নমানের পাথর সরিয়ে নেয়া হবে। তাছাড়া সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের নির্দেশে কালো পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বালু পাথর ও সিমেন্টের আনুপাতিক হার সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, স্টেডিয়াম নির্মানে কোন দুর্ণীতি সহ্য করা হবে না। সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বন্ধ কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে সাহিদুজ্জামান খোকন এমপির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ শুরুর কারণে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাথর ও

বালু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানানোর পর কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। তবে যেহেতু রড গেঁথে তার কাজ শুরু করা হয়েছে সেটি পরিবর্তন সহজ নয় এবং পরে উন্নত মানের রড ব্যবহারের শর্ত দেয়া হয়েছে।

আশা করছি খুব দ্রুত মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মামলা নিষ্পত্তি হবে – যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি বলেছেন,সম্প্রতি বডিবিল্ডার ফাইনালে অসন্তোষসহ দেশে খেলোয়াড়দের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে ‘আমাদের তালিকাভুক্ত ৫৩টি ইভেন্ট ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। এতে হাজার হাজার খেলোয়াড় রয়েছে। সেখানে বডিবিল্ডারের মতো একটি ইভেন্টের রেজাল্ট নিয়ে ঘটনাটি বিছিন্ন এবং অনাকাঙ্ক্ষিত।’
দেশে ফুটবল ও ক্রিকেটসহ সব ধরনের ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘দেশে মাঠের সংখ্যা কমে যাওয়ায় খেলাধুলা কমে গেছে। আবার মামলা জটিলতার কারণে অনেক ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন দীর্ঘদিন হয়নি। এজন্য মেহেরপুরসহ জেলা পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে সক্রিয় করতে যে সমস্ত ক্রীড়া সংস্থায় নির্বাচন ঝুলে আছে, সেগুলোর নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্থর উদ্বোধন কালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ফুটবলের গণজাগরণ নিয়ে তিনি বলেন, আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করেছি। বিশ^বিদ্যালয়গুলোতে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। স্কুল ও

কলেজগুলোতেও আমরা ফুটবল টুর্নামেন্ট চালুর প্রক্রিয়া নিচ্ছি। ক্রমান্বয়ে এভাবেই দেশে ফুটবলে আবার গণজাগরণ সৃস্টি হবে।

এর আগে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ২০ কোটি ৯ লাখ টাকা ব্যয়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের ভিত্তি প্রস্থর কাজের উদ্বোধন কাজের ফলক উন্মোচন করেন। এসময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনএমপি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির সভাপতিত্বে ভিত্তি প্রস্থর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্র জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদ এম এ খালেক, আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি প্রিয় কাজ এবং সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন যে প্রকল্পটিকে সেটি হলো শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পকে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশের ১৮৬টি উপজেলায় এক যোগে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের কাজ চলছে। খেলাধুলার মান উন্নয়নে জেলা স্টেডিয়াম ছিলো, বিভাগীয় স্টেডিয়াম ছিলো কিন্তু উপজেলা স্টেডিয়াম ছিলো না। ফলে তৃণমূলে যাতে খেলাধুলার মান উন্নয়ন করা যায়। সেকারণে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ানের স্থান

নির্বাচন

গাংনীর সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম দেখছে আলোর মুখ,খুব শিঘ্রই শুরু হবে কাজ। স্থান নির্বাচন,মাটি পরিক্ষাসহ সবধরনের প্রস্ততি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি টীম জায়গা পরিদর্শন করেছেন। এবং মাঠের চারপাশে লাল নিশান দিয়ে স্থান নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করেছে। কাজ বাস্তবায়নে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম প্রকল্প প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম মিনি স্টেডিয়ামের কাজের লে আউট প্রদানের কাজ সম্পন্ন করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা নির্মাণ ব্যায় ধরা হয়েছে। স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ব্যামধ্যে রয়েছে ভূমি উন্নয়ন ও খেলার মাঠের উন্নয়নসহ পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট ৩০০ ফিটের গ্যালারি এবং ৩ তলা বিশিষ্ট একটি প্যাভিলিয়ন ভবন।

গাংনী উপজেলা শহর থেকে ৪◌ার কিলোমিটার পশ্চিমে সাহারবাটি গ্রাম। জমিজমা জটিলতা না থাকায় এবং বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সাহারবাটি ফুটবল মাঠ টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের উপযোগী হিসেবে মনোনীত করা হয়। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সাহারবাটি গ্রামের ফুটবলমাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ হওয়ায় এলাকাবাসী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দুএক দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে।